আট ঃ উপসংহার ঃ

আমরা মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার পর্যালোচনা সমাপ্ত করলাম। এই পর্যালোচনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি উত্তরবঙ্গের নাট্যাভিনয় ও নাট্যচর্চার মূল সুদূর অতীতে প্রোথিত। চর্যাপদ কিংবা হয়তো তার আগেথেকেই একদা সমৃদ্ধ জনপদ এই উত্তরবঙ্গে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ছিল। খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে এই উত্তরবঙ্গ ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। চর্যাপদে উল্লিখিত বুদ্ধ নাটকের মতো নাট্যাভিনয় বৌদ্ধসংস্কৃতির পীঠস্থান এই উত্তরবঙ্গে হওয়া যে স্বাভাবিক ছিল, তা আমরা পর্যালোচনা করেছি।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক কালে এই উত্তরবঙ্গে নাট্যভিনয়ের যে যথেষ্ট সমাদর ছিল, তা আমরা 'পুরুষ পরীক্ষা', 'সেক শুভোদয়া'র বর্ণনায় পেয়েছি। তুর্কী অভিযানের ফলে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের শূন্য লগ্ন থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত (খ্রীঃ ১২০০-১৩৫০ খ্রীঃ) বাংলাদেশে তথা উত্তরবঙ্গে শুধু নাট্যচর্চাই নয়, সংস্কৃতি চর্চারও কোনো নিদর্শনই আমরা পাই না। এ সময়টিকে বলা হয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতির অন্ধকারময় কাল। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আবার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মোটামুটি ইতিহাস আমরা পাই। সম্ভবতঃ তখন থেকেই আবার উত্তরবঙ্গে নাট্যকলা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটে থাকে।

ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে আমরা লক্ষ্য করেছি মহারাজা নর নারায়ণ ও শুক্লধ্বজের নাট্য প্রীতির পরিচয় — যার বাস্তব প্রকাশ রূপে বৈষ্ণব মহান্ত শঙ্কর দেবের 'রামবিজয়' নাটকটি কালোর কপোলতলে আজও নিশ্চিত স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে বর্তমান। এই নিদর্শনটি উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার একটি প্রাচীন বিবরণ। এদিক থেকে এই বিবরণটির ঐতিহাসিক মূল্য বড়ো কম নয়।

এর পর প্রায় তিনশ বছর আমরা উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার আর কোনো বিবরণ পাইনা। কিন্তু এই দীর্ঘ তিনশ বছর ধরে উত্তরবঙ্গের মানুষ যে নাট্যরস-উপভোগ থেকে বিরত থেকেছে, তা হয়তো নয়। আমরা দেখেছি এই দীর্ঘ সময় উত্তরবঙ্গে প্রচলিত লোক নাট্য তথা নৃত্যগীতময় এক ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষ তাদের নাট্যরস-স্পৃহা চরিতার্থ করতো।

উনিশ শতকে নব্যশিক্ষিত বাঙালীর অভিনব নাট্যরস-রূচির পরিতৃপ্তি ঘটে আধুনিক বাংলা নাটক এবং সেই নাটকের অভিনয়-উপযোগী মঞ্চাভিনয়-কলা উপভোগের মাধ্যমে । নব্য শিক্ষিত বাঙালীর এইরূপ নাট্যস্পৃহা-পরিপূর্তির প্রয়াস-সমৃদ্ধ প্রবাহ এসে আছড়ে পড়ে উত্তরবঙ্গের তটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে নাটক-প্রিয় ইংরেজের অবসর-বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে স্থাপিত হয় রঙ্গালয়। ইংরেজের সেই রঙ্গালয়গুলির সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে বাংলার ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ঘটে। ইংরেজের মঞ্চাভিনয়-ধারা ধীরে ধীরে নাট্যমোদী বাঙালীর রস-রুচিতে দানা বাঁধে। এরই পরিণতি রূপে ইংরেজের 'ওল্ড প্লে হাউস' এর পথ ধরে উনিশ শতকের বাংলায় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের পথচলা শুরু হয়। এই পথ ধরে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের একদা রাজন্যশসিত রাজ্য কোচবিহারের খাগড়াবাড়ী গ্রামে 'খাগড়াবাড়ি ড্রামটিক ক্লাব' এর প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই ক্লাবে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় 'রত্নাবলী' — এই সত্যান্বেষণ আমাদের অনুসন্ধানী ধারায় বিবৃত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলাতেই মঞ্চাভিনয় এবং রঙ্গালয় — এ দু'য়ের সমারোহ-অনুষ্ঠান বাস্তব রূপ লাভ করে। এই ধারায় কোচবিহার জেলা-সদরে রাজ সরকারের বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ল্যান্সডাউন হল' (১৯১১খ্রীঃ), জলপাইগুড়ি জেলায় 'আর্য নাট্য সমাজ' (১৯০৪) দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় 'মিত্র সম্মিলনী হল' (১৯০৯), অবিভক্ত দিনাজপুরের (অধুনাতন দক্ষিণ দিনাজপুর) বালুরঘাটে 'নাট্য মন্দির' (১৯০৯), মালদহে বি. দে. হল (অধুনা মালদহ ড্রামটিক ক্লাব) (১৯০১) প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের মতোই নাট্যভিনয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের কিছু নাট্যকার তাদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নাট্য রচনা করে এই ধারাকে কম বেশি পুষ্ট করেন। এই ধারায় অতিসংগত কারণেই তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়ের মতো নাট্যকারদের নাট্য-প্রতিভার কথা এসেছে । এ দু'জন নাট্যকার ছাড়াও উত্তর বঙ্গের অসংখ্য নাট্যকার এবং তাদের নাটকের আলোচনা, উত্তরবঙ্গের মঞ্চব্যবস্থা এবং মঞ্চায়ন সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

আমরা এও লক্ষ্য করেছি মধ্যবিংশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গের নাট্যায়নে সৌখিন নাট্য-উদ্যোগ দুর্বল হয়ে পড়েছে — সে জায়গায় স্থান নিয়েছে প্রতিবাদী সামাজিক নাটকের মহড়া নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার সংস্থাগুলি। অবশ্য এর কিছুটা আগে যুদ্ধোত্তর পরিবেশে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শাখা-সংগঠনগুলির উদ্যোগে বেশ কিছু সফল মঞ্চায়ন উত্তরবঙ্গের নাট্য-আন্দোলনের গতিকে যে ত্বরান্বিত করেছে, তা আমরা অনুধাবন করেছি। এর পর ব্যস্ত আধুনিকতার সীমায়িত পথ ধরে পূর্ণাঙ্গ নাট্যাভিনয়ের অবস্থা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ওঠে — স্থান দখল করে একাঙ্ক নাটকের ধারা। এর সঙ্গে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাট্যানুষ্ঠানের পালাবদল ঘটে — উন্মোচন ঘটে সমাজ-রাজনৈতিক নাট্যাভিনয়ের।

আশির দশক থেকে উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় গ্রুপথিয়েটার ফর্মের সঙ্গে থাড থিয়েটার, সার্কেল থিয়েটার, মুক্তমঞ্চ, পথ নাটক, শ্রুতি-নাটক প্রভৃতি বিচিত্র ফর্মের মঞ্চাভিনয় ক্রিয়াশীল। তবে আমাদের প্রত্যক্ষণে অন্যান্য নাট্যিক ফর্মের (Dramatic form) তুলনায় গ্রুপথিয়েটারগুলি উত্তরবঙ্গের নাট্য-অঙ্গনে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়।

উত্তরবঙ্গে নাট্যচর্চার প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে যে দিকগুলি সত্তর'এর দশক পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল—— মঞ্চোপযোগী নাটক-রচনা, প্রশাসনিক বাধ্যকতা, দক্ষ পরিচালনা এবং সুযোগ্য মঞ্চের অপ্রতুলতা, শিক্ষিত পটু নটের অনুপস্থিতি প্রভৃতি — সেগুলি আশির দশক থেকে বেশ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাস্তরে এবং বেশ কিছু ব্লক স্তরে নাট্যমঞ্চের স্থিতিশীলতা কিছুটা ঘটেছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের নাট্যাঙ্গনে বেশ কিছু দক্ষ পরিচালক এবং আবহ শিল্পীর পরিচিতি ঘটেছে। মঞ্চের আঙ্গিক-বৈচিত্রে অবশ্য উত্তরবঙ্গের মঞ্চায়ন ততোটা উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি — আমাদের পর্য্যালোচনায় এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এ ধারণাটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — বর্তমানে উত্তরবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারগুলি নাট্যভিনয়ে নান্দনিকতার বিকাশে দায়বদ্ধ। কাজেই গ্রুপ থিয়েটারগুলির জন্মলগ্ন থেকে যে সমাজ-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল; তা থেকে এদের মুক্তি ঘটেছে। মঞ্চায়নের শৈল্পিক উৎকর্ষই এখন এদের কাম্য।

আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যকার, মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন নাট্যব্যক্তিকের মতামত পর্য্যালোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে বিভিন্নপত্র-পত্রিকার আলোচনা-সমালোচনাও পর্য্যালোচনা করেছি। এছাড়াও, উত্তরবঙ্গের নাট্যাভিনয়ের সীমাবদ্ধতা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং তার প্রতিবন্ধতা সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছি।

আমরা আলোচ্য নিবন্ধে উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার এবং নাট্যাভিনয়ের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করলাম। উত্তরবঙ্গের নাট্যাভিনয় এবং নাট্যচর্চার ধারা সার্বিক ভাবে হয়তো কলকাতার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু এদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টার কোথাও অক্ষমতা ফুটে ওঠেনি। এই নাট্যান্দোলন কালানুক্রমিক ভাবে এখনও সক্রিয়। সুতরাং এই নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে এখনও হয়তো শেষ কথা বলার সময় আসেনি।

আমরা ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চা এবং নাট্যাভিনয়ের ধারা-সম্পর্কিত বীক্ষণের পর্য্যালোচনা করলাম। আশা করি উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়ের আন্দোলন ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকতর হবে — আরো উন্নত নাট্যচর্চা এবং নাট্যাভিনয়ের দ্বারা উত্তরবঙ্গ সমগ্র বঙ্গকেই নতুন পথ দেখাবে। উত্তরবঙ্গের এরূপ নাট্যায়নের সম্ভাবনা কলকাতার 'রঙ্গনা থিয়েটারে' উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল এবং সে কারণে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা সেদিন 'Friends from the North' শিরোনামে লিখেছিলেন —" It appears to be the sacred duty of North Bengal to send over every year a group to save the theatre in Calcutta from inarticulate glum ness"[১]

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. নাটকের কথা, নানুমিত্র, ' উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ ' প্রকাশক — বিপদ ভঞ্জন সরকার।